মুকুলের আসর

ওলীদের সাথে বেয়াদবীর করুণ পরিণতি

হাফেজ মাসুম মুহাম্মদ ইমরান

বন্ধুরা, কেমন আছ? আল্লাহর রহমতে নিশ্চয়ই সবাই ভাল আছ। আল্লাহর ওলীদের সাথে বেয়াদবীর করুণ পরিণতি সম্পর্কে তো তোমরা অবিহিত। আজ এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা তোমাদের সম্মুখে আলোকপাত করছি। আল্লাহর এক ওলী। আশেকে রাসূল। হৃদয়ের সমস্ত অংশ রাসূলের প্রেম-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। প্রতি বছর হজ্বে যাওয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা পাঠ করা তাঁর নিয়মিত অভ্যাস।

রাসূল প্রেমে আত্মহারা এই আশেকে রাসূলের নাম ইবনে যাগার ইয়ামানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও তিনি হজ্বের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে যিয়ারতের উদ্দেশে রওজায়ে আতহারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাথীদ্বয় হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর শানে শুরু করলেন স্বরিচত কবিতা আবৃত্তি।

গভীর ভালোবাসা আর মমতাপূর্ণ কবিতা পাঠ শেষে আবেগে আপ্লুত এই নবীপ্রেমিক যখন ফিরে আসতে উদ্যোগী হলেন তখন জনৈক রাফেজী সামনে এসে দাঁড়ালো এবং তাঁর বাড়ীতে দাওয়াত গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানালো। ইবনে যাগার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ভদ্রতার খাতিরে এবং সুন্নাতে রাসূলের প্রতি লক্ষ্য করে তার দাওয়াত কবুল করলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এই দাওয়াতদানকারী লোকটি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের শানে কবিতা আবৃত্তি করার কারণে সে তার জন্য ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করে রেখেছে। ইবনে যাগার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি দাওয়াতী মেহমান। তিনি ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বিছানায় বসে খানার অপেক্ষা করছেন। কিন্তু বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলেও খানা আসার কোন নাম গন্ধ নেই। এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, দু'জন হাবশী ঘরে প্রবেশ করলো এবং দাওয়াতদানকারী লোকটির ইংগিত পাওয়া মাত্র ঝাপটে ধরে তার মোবারক জিহ্বা ধারালো ছুরি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। সাথে সাথে পাপিষ্ঠ রাফেজী তাকে লক্ষ্য করে বললো, যাও, এই কর্তিত জিহ্বা নিয়ে আবু বকর ও উমরের কাছে যাও, যাদের প্রশংসায় তুমি পঞ্চমুখ। ক্ষমতা থাকলে তারা তা জোড়া লাগিয়ে দিক। হযরত ইবনে যাগার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি দেরী না করে কর্তিত জিহ্বা হাতে নিয়ে রওজা শরীফে ছুটে গেলেন এবং প্রিয় নবীজির চেহারা বরাবর দাঁড়িয়ে কান্না বিগলিত কণ্ঠে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর রাতের বেলায় ঘুমানোর পর স্বপ্নযোগে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভ করলেন। তার সাথে রয়েছেন এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভীষণভাবে মর্মাহত হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

তিনি দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার হাত থেকে কর্তিত জিহ্বা স্বীয় হস্তে ধারণ করে যথাস্থানে লাগিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর জিহ্বা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। দরবারে নবুওয়াতের এই আশ্চর্য মু'যিযা সংঘটিত হওয়ার পর তিনি সদেশে ফিরে আসেন। পরবর্তী বছরও ইবনে যাগার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি যথা নিয়মে হজ্ব আদায় করে মদিনা শরীফে পবিত্র রওজায় হাজির হলেন। যখন তিনি সেই আবেগমিশ্রিত কবিতা আবৃত্তি সমাপ্ত করে পেছনের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন দেখলেন যে, এবারও এক যুবক তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল এবং তাঁর বাড়ীতে দাওয়াত কবুলের জন্য বিনীত আরজ করলো।

ইবনে যাগার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আল্লাহর উপর ভরসা করে যুবকের দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং সাথে সাথে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিলেন। বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র তার বুঝতে মোটেও অসুবিধা হলো না যে, এটি সেই বাড়ি যেখানে গত বছর অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে তার জিহ্বা কর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মোটেও বিচলিত হলেন না। আল্লাহর উপর ভরসা করে ঘরে প্রবেশ করলেন।

যুবক এবার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আদবের সাথে তাকে বসানোর ব্যবস্থা করলো এবং বিভিন্ন প্রকার খাবার দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে আপ্যায়ন করলো। খাওয়া দাওয়ার পর যুবকটি ইবনে যাগার রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে একটি কামরায় নিয়ে গেল। তিনি সেখানে একটি বানর দেখতে পেলেন। যুবকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বললো, হুজুর! আপনি কি এ বানরটিকে চিনতে পেরেছেন? তিনি না সূচক জবাব দিলে যুবক অশ্রুপূর্ণ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হুজুর! এই বানর সেই ব্যক্তি, যিনি গত বছর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শানে প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি করার কারণে আপনার পবিত্র জিহ্বা কেটে দিয়েছিল। আশেকে রাসূলের সাথে দুঃখজনক এই আচরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিকৃষ্ট বানরে পরিণত করে দিয়েছেন। হুজুর! আমি এজন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্মাহত যে, তিনি আমার জন্মদাতা পিতা এবং আমি তার সন্তান।

বন্ধুরা, আলোচ্য ঘটনার কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। এ ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, ক. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবিত অবস্থায় রওজায়ে আকদাসে অবস্থান করছেন। খ. তার মু'যিযা প্রকাশের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। গ. যারা আল্লাহর ওলীদের সাথে বেয়াদবী করে এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে কষ্ট দেয় তাদেরকে দুনিয়াতেই করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তার খাস বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার এবং তাদের ফয়েজ বারাকাত হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

[*তথ্য সূত্র: এ ঘটনাটি নবম হিজরি শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ আল্লামা আবদুল আজিজ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির 'ফয়জুল জুদ আলা হাদীসে শায়বানী' নামক কিতাবে 'নশরুল মুহাসিন' গ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন*]

মুকুলের আসর

বাংলা আমার কথা

আজম তাহেরী

ইংরেজিটা, ধুত্তোরি ছাই
মন যায় না তাতে,
গল্প-ছড়া-কবিতার বই
পড়ি দিনে রাতে।

ইংরেজিতে ভীমতেজী নই
বাংলা ভালোবাসি,
বাংলা আমার মধুর মধু
বাংলা সুরের বাঁশি।

মায়ের ভাষা শিখবো আমি
গভীর প্রেমের তানে
বাংলা যে সবচে দামি
পল্লী মায়ে টানে।

বাংলা আমার ভালোবাসা
বাংলা স্বর্ণলতা,
বাংলা আমার বুকের ভাষা
বাংলা আমার কথা।

পরিবেশ বিপর্যয়

মঈনুল হক চৌধুরী

সীসার বিষে ধুঁকছে মানুষ
নিত্য জীবন হচ্ছে ক্ষয়,
কেউ কি দেখার নেই সমাজে
পরিবেশের বিপর্যয়?

গাছ-পালা রোজ চলছে নিধন
হারিয়ে গেছে পাখির গান,
দূষণের এই করাল থাবায়
ওষ্ঠগত মানব প্রাণ।

নদ-নদীতে পানি দূষণ
কেমনে থামাই এই আমি,
নেই ক্ষমতা কিছু করার
ভাবতে ভাবতে খুব ঘামি।

ঘুমিয়ে থেকে লাভ কী বলো
জেগে ওঠো সবাই তাই,
পরিবেশের দূষণ রোধে
মানবতার হাত বাড়াই।

পিপীলিকা ও হাতি

মাহদী হাসান

পিপীলিকা হাঁটি হাঁটি
হাতিরে কয়,
আপনারে দেখে মোর
প্রাণে লাগে ভয়।

হাতি হাসিয়া কহে
ছোট্ট তুমি অতি,
বড় বড় পায়ে আমি
ভুলে করে ক্ষতি।

পিপীলিকা গোঁফ নেড়ে
কহে হাসি হাসি,
দেখে শুনে চলিলে ভাই
হবে ভালোবাসাবাসি।

শুঁড় নেড়ে হাতি কহে
শুন পিপীলিকা ভাই,
তোর সাথে কথা বলে
মনে সুখ পাই।

যারা এলো এ আসরে 'খ'

৪৮৪২ .আহমদ পলাশ
বিশ্বব্যাংক আ/এ, ব্লক-পি, আকবরশাহ, চট্টগ্রাম।
চট্টগ্রাম কলেজ।

৪৮৪৩.হাফেজ মাসুম মুহাম্মদ ইমরান
ইব্রাহীম ভিলা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া।

৪৮৪৪.মাহদী হাসান
বিশ্বব্যাংক আ/এ, ১৮৩/পি
ডাক: ফিরোজশাহ্
থানা: আকবরশাহ্, চট্টগ্রাম।
চট্টগ্রাম নেছারীয়া কামিল মাদরাসা।

৪৮৪৫.মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম খাঁন
পূর্বভাগ, নাসিরনগর, বি-বাড়ীয়া।
কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া ঢাকা।

৪৮৪৬.ফাতেমাতুজ জোহরা
নাজিরপাড়া, সুন্নিয়া মাদরাসা রোড, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৪৭.মুহাম্মদ আদনান তাহসিন
সুন্নিয়া মাদরাসা রোড. নাজির পাড়া, চট্টগ্রাম।
চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল ।

৪৮৪৮.মুহাম্মদ আবদুল করিম (শাহীন)
উত্তর হালিশহর আব্বাস পাড়া
হালিশহর মহব্বত আলী সিটি কর্পোরেশন উচ্চবিদ্যালয়।

৪৮৪৯. হাফসা মরিয়ম
এম এ হাকিম টি টি সি রাজাপুর, পাবনা।
আলহাজ্ব আছির উদ্দীন কিণ্ডারগার্টেন।

৪৮৫০.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল নোমান
পালেগ্রাম, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাজিল।

৪৮৫১.সালমা সুলতানা
নাজির পাড়া, সুন্নিয়া মাদরাসা রোড।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৫২.হাদিয়া সুলতানা শুকরিয়া
খতিবেরহাট, চাঁদগাঁও, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৫৩.হাফেজ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন মহিম
খতিবেরহাট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা।

৪৮৫৪.জান্নাতুল নাঈম (টুম্পা)
হাটহাজারী পূর্ব দেওয়ান নগর।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৫৫.ফাতেমা সুলতানা ফাহমিদা
খতিবেরহাট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৫৬.আয়েশা সিদ্দিকা রিকু
হামারজারবাগ গাউসিয়া আবাসিক।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৫৭.জান্নাত ফাতেমা পাপিয়া
শ্যামলী আবাসিক, বিবিরহাট।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৫৮.নাদিয়া ফাতেমা
খতিবেরহাট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৫৯.আমিনা জাহান
হামজারবাগ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৬০.নাফিসা খাতুন
খন্দকিয়াহাট, জমাদারপাড়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

মুকুলের আসর

৪৮৬১. সামিহা জাহান
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৬২. আবিদা সুলতানা
ষোলশহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৬৩. আবিদা ফারজানা (ফারিহা)
হাদুমাঝির পাড়া, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৬৪. রুমা ইয়াছমিন হাবিবা
মহেশখালী, কক্সবাজার
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৬৫. নিগার সুলতানা
ষোলশহর পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৬৬. ইসমত আরা (রেশমী)
পশ্চিম কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৬৭. ইসমত জাহান তানিয়া
পশ্চিম ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৬৮. উম্মে হাবিবা তাবাচ্ছুম
খতিবেরহাট, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৬৯. হালিমা বেগম
দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৭০. ফাহমিদা বিনতে হানিফ লিজা
খতিবেরহাট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৭১. নুসরাত জাহান সুমাইয়া
ডি.সি রোড, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৭২. জান্নাতুল ফেরদৌস সানি
ইলিয়াস ম্যানসন, গাউসিয়া আবাসিক, হামজারবাগ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা।

৪৮৭৩.মোনাব্বেরাহ্ ইসলাম (ইফা)
জাফর চৌধুরী বাড়ি, বেঙ্গুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
বেঙ্গুরা কে. বি. কে আর উচ্চবিদ্যালয়।

৪৮৭৪. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
কদলপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা।

৪৮৭৫. মনির আহমদ মনি
ডেমিরছড়া, বেতাগী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
ইমাম গাজ্জালী ডিগ্রি কলেজ।

৪৮৭৬. মুহাম্মদ ফয়সাল
পরশুরাম, ফেনী
বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

৪৮৭৭. সাবরিনা নাহিদ নিশি
ডেমিরছড়া, বেতাগী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা।

৪৮৭৮. মুহাম্মদ হাসান আলী
হলদিয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।
বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা।

৪৮৭৯. মুহাম্মদ আরমান হোসেন
দক্ষিণ খিরাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
নানুপুর লায়লা কবির ডিগ্রি কলেজ।

৪৮৮০. মোছাম্মৎ লুবনা আক্তার
লালপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর
উপজেলা: রংপুর।
জারুলপুর উচ্চবিদ্যালয়।

৪৮৮১. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম
দক্ষিণ গোদার পাড়া, বগুড়া।
খাদিজা খাতুন ইসলামিয়া মাদরাসা।

পরিচালক
মুকুলের আসর, মাসিক তরজুমান
জনাব,
আমি এ আসরের সদস্য হতে ইচ্ছুক। আমার বয়স ১৮'র বেশি নয়। আশা করি আমাকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

নাম : _____ বয়স: _____
ঠিকানা : _____
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: _____ শ্রেণী: _____
স্বাক্ষর : _____ তারিখ: _____

এলো বসন্ত

শেখ রিয়াদ

বসন্তের আগমনে
ফুটছে রঙ্গিন ফুল।
শালিক চড়ুই ব্যস্ত এখন
ঘুরে বেড়াতে ব্যাকুল।

শিমুল গাছে ডালে
লাল পাঁপড়ি দুলে।
পাহাড় জুড়ে রঙ্গিন ফুল
খুশীতে মেতেছে প্রাণিকুল।